ইউনিট ৬
সার্জেন্ট পরিকল্পনা

ইউনিট ৬ সার্জেন্ট পরিকল্পনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংস্কার সাধনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ সময় জাতীয় সংগ্রামের সাথে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার দাবিও সোচ্চার হয়ে ওঠে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পূর্ববর্তী কমিশন, কমিটিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গুলোর পুনবির্ন্যাস ও সমন্বয় সাধনেরও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যেই ১৯৪৩ সালে গঠিত হলো সার্জেন্ট কমিটি আর এ কমিটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন তারই নাম সার্জেন্ট পরিকল্পনা।

পাঠ ৬.১ পটভূমি ও উদ্দেশ্য

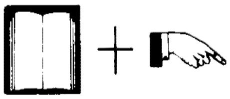

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ■ সার্জেন্ট কমিশন গঠনের পটভূমি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ■ সার্জেন্ট কমিশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

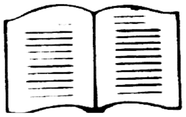

পটভূমি ও উদ্দেশ্য

১। বিশ শতকের প্রথম চার দশকের অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের আগে বৃটিশ ভারতে শিক্ষার ইতিহাস ছিল নানা পরিবর্তনে ক্রমস্বাক্ষরিত। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই এদেশের মানুষ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠল। ইউরোপে দু'দুটি মহাযুদ্ধের ফলে বিপন্ন ইংরেজ শক্তি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন এনে মানুষকে ধাপ্পা দিতে চাইল। কিন্তু ইংরেজ সরকারের কুটনীতির জালে এদেশের মানুষ ধরা দিতে চাইল না। জাতীয় সংগ্রামের সাথে সাথে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার দাবি সোচ্চার হয়ে উঠল। ভারতের রাজনৈতিক আকাশের তখন ঝড়ের সংকেত, শিক্ষার আকাশও মেঘে ঢাকা। বিভিন্ন ডেসপ্যাচ কমিশন কমিটির সংস্কার প্রচেষ্টা মাঝে মাঝে আরোর আভাস নিয়ে এলেও সরকারের উপনিবেশবাদী চরিত্র সে আলোর রেখা ধরে রাখতে পারেনি। তাইতো ১৯২৯ সালে হার্টগ কমিটির বিলাপ শোনা গিয়েছিল "The Hartage committee lamented the devorce of the Government of India from Education".

২। গুণগত সম্প্রসারণের দোহাই দিয়ে শিক্ষা সংকোচনের নীতি এ সময়ে অনুসৃত হওয়ায় ভারতীয় শিক্ষারক্ষেত্রে অনেকাংশে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। ১৯২৩ সলে Education Bureau টি তুলে দিয়ে শিক্ষা চিন্তা বিকাশের দ্বারটি রুদ্ধ করা হলো। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ, পাঠ্যসূচির নবরুপায়নের সুপারিশ, বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশ, নারীশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ বিশ্বস্ততার সাথে কার্যকর করা হয়নি। ভাষা মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার দাবি বিতর্কিতই থেকে গেছে। সরকারের কেরানী সৃষ্টির কাজে সহায়ক নয় বলে প্রাথমিক শিক্ষা গেল চরম অবহেলায়।

৩। কার্জনের শিক্ষানীতি, স্যাডলার কমিশন, হার্টগ কমিটি, উড-অ্যাবট কমিটির শিক্ষা সংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যে যে কিছু কিছু অভিনবত্ব ছিল না তা নয়, তবে এ প্রচেষ্টার জাতীয় শিক্ষা শাসকবর্গ নতুন ভাবনায় নিমগ্ন হলেন। রাজনৈতিক পুনর্গঠনের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিবেচনা করে অনুভব করলেন পূর্ববর্তী কমিশন, কমিটিগুলোর শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশমালার সমন্বয় সাধনের কথা। সেগুলোর উপযোগিতা ও কার্যকারিতা বিবেচনা করে রূপায়নের কথা আর এ উদ্দেশ্যেই তৎকালীন বড়লাট ১৯৪৩ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডকে (Central Advisory Board of Education) একটি কমিটি গঠন করতে নির্দেশ দেন। নির্দেশ মত সে সময়কার শিক্ষা উপদেষ্টা স্যার জন সার্জেন্টের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হলো। এই কমিটির নামই সার্জেন্ট কমিটি। বৃটিশ ভারতের শিক্ষা উন্নয়ন সম্বন্ধে এই কমিটি খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

১৯৪৪ সালে পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সালে সার্জেন্ট কমিটি ভারতের শিক্ষার পুর্নবিন্যাসের জন্য সময় চেয়েছিলেন ৪০ বছর।

৪। উদ্দেশ্য

এক বাক্যে সার্জেন্ট কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা যায় যে, বৃটিশ ভারতের জন্য যুদ্ধোত্তর একটি শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করাই ছিল সার্জেন্ট কমিটি গঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বস্তুত সার্জেন্ট কমিটি শিক্ষা বিষয়ে নতুন কোন পরিকল্পনা পেশ করেননি। ১৯৩৫ সালের পর থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহন করেন সেগুলোর সাথে অন্যান্য কমিটির (যেমন খের কমিটি, জাকির হোসেনে কমিটি, উড অ্যাবট কমিটি) সুপারিশমালা মিলিয়ে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সবকিছুর মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন ও সংগতি বিধান করে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন করাই ছিল এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সার্জেন্ট পরিকল্পনায় আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল নার্সারী শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, সামাজিক ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত এবং প্রশাসন সম্পর্কিত শিক্ষা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.১

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। কত সালে Education Bureau টি তুলে দেয়া হয়েছিল?
- (ক) ১৯২৩ সালে
- (খ) ১৯২২ সালে
- (গ) ১৯২১ সালে
- (ঘ) ১৯২০ সালে

২। সার্জেন্ট কমিশনের রিপোর্টটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
- (ক) ১৯৪০ সালে
- (খ) ১৯৪১ সালে
- (গ) ১৯৪৩ সালে
- (ঘ) ১৯৪৪ সালে

৩। ভারতের শিক্ষার পূর্নবিন্যাসের জন্য সার্জেন্ট কমিশন কত বছর সময় চেয়েছিলেন?
- (ক) ৩৬ বছর
- (খ) ৩৮ বছর
- (গ) ৪০ বছর
- (ঘ) ৪২ বছর

৪। সার্জেন্ট কমিটি কত সালে এ সময় চেয়েছিলেন?
- (ক) ১৯৪০ সালে
- (খ) ১৯৪২ সালে
- (গ) ১৯৪৪ সালে
- (ঘ) ১৯৪৬ সালে

৫। সার্জেন্ট কমিশন গঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল?
- (ক) যুদ্ধ-পূর্ব শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করা
- (খ) যুদ্ধ-পরবর্তী শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করা
- (গ) যুদ্ধকালীন শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করা
- (ঘ) স্বাভাবিক অবস্থাকালীন শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করা

পাঠ ৬.২ প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা

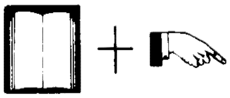

এ পাঠ শেষে আপনি –

- আপনি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সার্জেন্ট কমিশনের সুপারিশ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বুনিয়াদী শিক্ষাস্তর সম্পর্কে বলতে পারবেন।

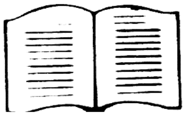

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী এক মৌলিক শিক্ষানীতি উদ্ভাবন করেন। এই শিক্ষানীতির উপর ভিত্তি করে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তারই নাম বুনিয়াদী শিক্ষা। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে গান্ধীজী ওয়ার্ধাতে একটি শিক্ষা সম্মেলনে তাঁর এই শিক্ষাতত্ত্বটি ঘোষণা করেন। সেই তত্ত্বটি সামনে রেখে ড. জাকির হোসেন কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে একটি ‘বুনিয়াদি শিক্ষাসূচি’ প্রণয়ন করেন স্যার জন সার্জেন্ট তাঁর পরিকল্পনায় এই বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাকে প্রাথমিক স্তরে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা ও মৌলিক শিক্ষা

মৌলিক শিক্ষা (পড়ালেখা, হিসাব শিক্ষা) যে স্তর থেকে শুরু হয় সেটিই মৌলিক স্তর বা প্রাথমিক স্তর। এই স্তরের শিক্ষাই শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের শিক্ষার মূল ভিত্তিস্থল। এই স্তরের শিক্ষার মৌল উপাদান গুলো নিয়ে অনুশীলনের শুভ সূচনা। সার্জেন্ট কমিটি প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাকে অর্থবহ করে তোলার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার সাহায্যে এর পূর্ণগঠনের চেষ্টা করেছেন এবং এই স্তরে কর্ম ভিত্তিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্জেন্ট কমিটির প্রস্তাবগুলো নিম্নরূপ–

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার আগে শিশুদের জন্য নার্সারী ও প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে। ৩ থেকে ৬ বছরের শিশুরা পৃথক নার্সারী স্কুলে পড়বে। ছাত্র সংখ্যা বেশি হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়েল সাথে নার্সারী খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা হবে অবৈতনিক কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। শিক্ষার ভার থাকবে শিক্ষয়িত্রীদের উপর। শিক্ষা চলবে ইন্দ্রিয় ভিতিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। সামাজিক আচরণ বিধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং সৃজনশীল ক্ষমতা গঠনই হবে এই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। শৈশব থেকে কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর আচার ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত হলে পরিণত বয়সে সে সমাজ ও রাষ্ট্রের একজন সুনাগরিক হবে এবং দেশের সব রকম উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জাকির হোসেন কমিটি প্রণীত ‘বুনিয়াদী শিক্ষাসূচির’ চারটি স্তরের দ্বিতীয় স্তরটির (পূর্ব বুনিয়াদী শিক্ষা) শিক্ষা পরিকল্পনা সার্জেন্ট কমিটিকে এই স্তরটির শিক্ষা পরিকল্পনা সার্জেন্ট কমিটিকে এই স্তরটিকে শিক্ষা পরিকল্পনা রচনায় প্রভাবিত করেছিল।

২। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সে ছেলে-মেয়েদের জন্য সার্জেন্ট কমিটি বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার সুপারিশ করেন বয়সের ভিত্তিতে এ পর্যায়ে শিক্ষাকে দুটি স্তরে ভাগ করা হয়। যথা– (ক)নিম্ন বুনিয়াদী (Junior Basic) শিক্ষার স্তর এবং (খ) উচ্চ বুনিয়াদী (Senior Basic) শিক্ষার স্তর। নিম্ন বুনিয়াদী স্তরের জন্য ১১–১৪ বছর জাকির হোসেন কমিটির ‘বুনিয়াদী শিক্ষাসূচিতে’ প্রস্তাবিত বুনিয়াদী শিক্ষার স্তরটি (বুনিয়াদী তালিম) অনুসরণে সার্জেন্ট কমিটি এ স্তরে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্রতী হন।

৩। এই স্তরের পাঠ্যসূচিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্থান লাভ করবে।

(ক) ভাষা ও সাহিত্য
(খ) স্থানীয় যে কোন একটি শিল্প যেমন– কৃষি ও সজির বাগান, সূতাকাটা ও বয়ন কাঠের কাজ, গৃহ নির্মান ও গৃহ সংস্কার ইত্যাদি।
(গ) সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত
(ঘ) নাগরিক জীবনের শিক্ষা– ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিদ্যা, সমাজনীতি, অর্থনীতি।

(ঙ) খাদ্য, বস্ত্র সংগ্রহ ও আশ্রয় নির্মানের যোগ্যতা অর্জন

(চ) স্বাস্থ্যকর অবস্থায় জীবন যাত্রা পরিচালনার শিক্ষা এক কথায় বুনিয়াদী শিক্ষা স চিকে কর্মভিত্তিক শিক্ষাসূচি বলা হয়। এ পর্যায়ে মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম।

৪। বুনিয়াদী শিক্ষা হবে কর্মভিত্তিক। একটি শিল্পকর্মকে শিক্ষার কেন্দ্র বিন্দুতে রেখে অন্যান্য শিক্ষার বিষয়গুলোকে সমন্বিত করতে হবে। শিক্ষার্থী গৃহ এবং গ্রামীণ পরিবেশ থেকে শিক্ষা শুরু হবে। শিক্ষার ফলে গ্রামীণ শিল্পের সে উন্নতি করবে এবং পরবর্তী জীবনে সেটাকেই সে উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করবে।

৫। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির দুটো বোর্ডের নির্দেশে শিক্ষাদান চলবে। উন্নতমানের শিক্ষাদানের জন্য ভাল শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষকদের চাকুরীর শর্ত এবং প্রশিক্ষণের মান উন্নত করতে হবে। বেশি সংখ্যক মেয়ে শিক্ষিকা নিযুক্ত করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.২

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃতি কী রকম হবে?

(ক) পেশা ভিত্তিক
(খ) কর্ম ভিত্তিক
(গ) ধর্ম ভিত্তিক
(ঘ) জীবন ভিত্তিক

২। ড. জাকির হোসেন প্রণীত ‘শিক্ষা সূচির’ নাম কী?

(ক) মৌলিক শিক্ষাসূচি
(খ) বুনিয়াদী শিক্ষাসূচি
(গ) কার্য ভিত্তিক শিক্ষা
(ঘ) শিল্পমূখী শিক্ষাসূচি

৩। নিম্ন বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষার্থীর বয়ঃসীমা কত হবে?

(ক) ৬ থেকে ১১ বছর
(খ) ৭ থেকে ১৮ বছর
(গ) ১১ থেকে ১৪ বছর
(ঘ) ১১ থেকে ১৭ বছর

৪। নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষা হবে–

(ক) বাধ্যতামূলক
(খ) জীবনমূখী
(গ) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক
(ঘ) অবৈতনিক

৫। বুনিয়াদী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে–

(ক) একটি শিল্প কর্ম
(খ) একটি উচ্চ আদর্শ
(গ) একটি মহৎ প্রেরণা
(ঘ) একটি উন্নত জীবনবোধ

পাঠ ৬.৩ মাধ্যমিক শিক্ষা

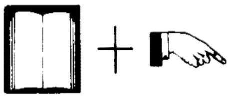

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্পর্কে সার্জেন্ট কমিশনের সুপারিশসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাধারণ শিক্ষা ও শিল্পমূখী শিক্ষার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

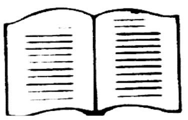

১৯২৯ সালে হার্টগ কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা কেবলমাত্র কেরানী তৈরি করার শিক্ষায় পর্যবসিত হয়েছে। অনতিবিলম্বে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। ১৯৩৭ সালে উড-অ্যাবেট কমিটি দেশের শিল্পোন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি শিক্ষার কথা বলেন। জাকির হোসেন কমিটিও এ সময় মাধ্যমিক স্তরে কর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু বিভিন্ন কমিশন কমিটির সুপারিশগুলো সমন্বিত করে সেগুলো রূপায়ণে সরকার বিশ্বস্ততার পরিচয় দেননি।

বিশ্বযুদ্ধের পরে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সরকার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মুখে অন্যান্য স্তরের সাথে মাধ্যমিক শিক্ষারও পূর্ণবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। পূর্ববর্তী কমিশন কমিটিগুলোর চিন্তাভাবনা সমন্বিত করে সার্জেন্ট কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা সাধারণ ও শিল্পম থী শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সার্জেন্ট কমিটির সুপারিশগুলেঅ নিম্নরূপ–

১। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা আরম্ভ হবে এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে শেষ হবে। ছেলেমেয়েদের ১১ বছর থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা চলবে অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষার স্থিতিকাল হবে ৬ বছর।

২। প্রাথমিক শিক্ষার সীমানা পেরিয়ে আসা সব শিক্ষার্থীর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার আয়োজন করা সম্ভব হবে না। নির্বাচনের ভিত্তিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি করতে হবে। যত্নের সাথে মেধার ভিত্তিতে এই নির্বাচন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থেকে শতকরা কুড়িভাগ যেন মাধ্যমিক শিক্ষা লাভে সমর্থ হয়।

৩। দুই প্রকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয়
ক) সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
খ) কারিগরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হবে পুরোপুরি সাহিত্যধর্মী। এখানে কলাবিদ্যা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। আর কারিগরী বিদ্যালয়গুলোতে থাকবে প্রয়োগ বিজ্ঞান শিক্ষার এবং শিল্প ও বাণিজ্য বিষয় শিক্ষাদানের আয়োজন। সাধারণ এবং কারিগরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শর্তহীন বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। মেয়েদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যস চি বালক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি থেকে স্বতন্ত্র হবে। বালিকা বিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে। সমগ্র মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম। তবে ইংরেজী বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে চালু থাকবে।

৫। কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি নীতি বিশেষ করে অনুসরণ করতে হবে। দেশের শিল্পোয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা দুই-ই করতে হবে। কারণ শিল্পোন্নয়নে গতি যদি মন্থর হয় আর ওদিকে বৃত্তিশিক্ষার সম্প্রসারণ যদি দ্রুত গতি সম্পন্ন হয়, তাহলে দেশে বেকারের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাবে। তাই বৃত্তি শিক্ষা হবে শিল্প চাহিদা অনুসারী। কারিগরী শিক্ষাকে আবার দুইভাগে ভাগ করতে হবে। যথা– (ক) নিম্ন মাধ্যমিক ও (খ) উচ্চ মাধ্যমিক। প্রথমটির

শিক্ষাকাল হবে ২ বছর এবং দ্বিতীয়টি ৪ বছর। কমিটি বহুমুখী কারিগরী শিক্ষার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

৬। সার্জেন্ট কমিটি বৃত্তিশিক্ষার উদ্দেশ্যে চার রকমের বিদ্যালয়ের সুপারিশ করেন। যেমন–

ক) ট্রেডস-স্কুল– অষ্টম শ্রেণীর পর এখানে ২ বছর যে কোন একটি ট্রেড শেখানো হবে।

খ) সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়– প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে এখানে ৬ বছর শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

গ) উচ্চতর কারিগরী বিদ্যালয়– এই বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যগ্রহণের কাল নির্ধারিত হবে শিল্প সংস্থার কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন অনুসারে।

ঘ) উচ্চতম কারিগরী বিদ্যালয়– এ শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অর্ন্তভূক্ত হবে। এ পর্যায়ে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার উপযুক্ত গবেষণার কাজ পরিচালনা করা হবে।

৭। উচ্চতর কারিগরী বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার আয়োজন করা হবে। এখানে শিক্ষার্থীকে এমন কয়েকটি শিল্পের উপরে শিক্ষা লাভ করতে হবে, যেখানে শিল্পগুলোর উৎপাদনের একটি বিশেষ মূল্য থাকবে এবং উৎপাদনের মূল্য দিয়ে শিক্ষার্থীর তার নিজের খরচ বহন করতে পারবে। এই স্তরে শিল্পকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার্থীর তার নিজের খরচ বহন করতে পারবে। এই স্তরে শিল্পকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার্থীর শিক্ষা চলবে। যে বিষয়গুলো পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত হবে, সেই বিষয়গুলো যেন শিক্ষার্থীর বয়স এবং শিক্ষার সময় অনুসারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম। শিক্ষার কাল প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারিত হবে। তবে তিন থেকে চার বছরের মধ্যেই এই শিক্ষাকাল শেষ হবে। যেহেতু এই স্তরেই বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর শিক্ষা সমাপ্ত হবে, সেহেতু এ সময়ের মধ্যেই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সার্জেন্ট কমিটির শিল্প শিক্ষা পরিকল্পনা জাকির হোসেন কমিটির বুনিয়াদী শিক্ষাসূচির উত্তর বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষা পরিকল্পনা অনুসারী।

৮। সার্জেন্ট কমিটির এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, এদেশের প্রায় ৯ কোটি লোক (১০ থেকে ৪০ বছর বয়সে) নিরক্ষর কমিটি মনে করেন যে, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে বয়স্ক শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে বয়স্ক শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে অবশ্যই উপযুক্ত বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। সার্জেন্ট কমিটি দুঃখের সাথে ঘোষণা করেছিলেন, "The present system does not provide the foundations on which an effective structure could be erected. A second possible misconception is that some halfway house of a less expensive type can be found between what now is and what this report advocates, success will not be achieved unless the teaching is effective and efficient teacher will have to be properly paid for" স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, ১৯৪৬ সলে এ প্রশ্ন কেন? এতদিনের বৃটিশ শাসনে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার এ দৈন্যদশা কেন? ইংল্যান্ডেতো প্রগতিসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। পরাধীন দেশের ভাগ্য বুঝি এমনিই হয়।

৯। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির দিকে কমিটি লক্ষ্য দিতে বলেছেন। এই উদ্দেশ্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কমিটি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা পরিকল্পনা সার্থক করতে হলে প্রায় ২৬ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য স্নাতক এবং স্নাতক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ ও শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার যে সমস্ত শিক্ষন প্রাপ্ত শিক্ষ শিক্ষিকা রয়েছেন তাদের জন্য ও অবসর সময়কালীন কিছু প্রশিক্ষণ কোর্স (রিফ্রেসার কোর্স) প্রবর্তন কার সুপারিশ কমিটি করেন। শিক্ষণ কালে শিক্ষার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে সাহায্য দিতে হবে।

১০। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কমিটি বলেন যে, শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার দ্বারে পৌঁছে দেয়া মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। মাধ্যমিক শিক্ষাস্ত র হবে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাস্তর। এখানকার শিক্ষাশেষে একজন শিক্ষার্থী যেন তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৩

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। শিল্পোন্নয়নের গতি মন্থর হলে এবং বৃত্তি শিক্ষার গতি দ্রুত হলে ফলাফল কী হবে?
- (ক) দেশে শিক্ষিতের হার বাড়বে
- (খ) বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে
- (গ) উৎপাদন ব্যহত হবে
- (ঘ) শিক্ষার মান উন্নত হবে

২। মাধ্যমিক শিক্ষার স্থিতিকাল হবে–
- (ক) ৬ বৎসর
- (খ) ৫ বৎসর
- (গ) ৪ বৎসর
- (ঘ) ৩ বৎসর

৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভর্তি যোগ্যতার মাপকাঠি হবে–
- (ক) মেধার ভিত্তিতে
- (খ) মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে
- (গ) নির্বাচনের ভিত্তিতে
- (ঘ) লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে

৪। বৃত্তি শিক্ষার জন্য সার্জেন্ট কমিটি কত প্রকার বিদ্যালয়ের সুপারিশ করেন?
- (ক) ১ প্রকার বিদ্যালয়ের
- (খ) ২ প্রকার বিদ্যালয়ের
- (গ) ৩ প্রকার বিদ্যালয়ের
- (ঘ) ৪ প্রকার বিদ্যালয়ের

৫। উচ্চতর কারিগরী শিক্ষার সমাপ্তিকাল হবে–
- (ক) ৩ থেকে ৪ বৎসর
- (খ) ৩ থেকে ৫ বৎসর
- (গ) ৩ থেকে ৬ বৎসর
- (ঘ) ৩ থেকে ৭ বৎসর

পাঠ ৬.৪ উচ্চ শিক্ষা

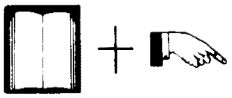

এ পাঠ শেষে আপনি –

- উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন স্তর, শিক্ষার কাল ও শিক্ষার গতি প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইন্টারমিডিয়েট স্তর ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন ও উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে কমিটির সুপারিশসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

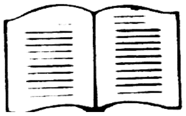

বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কমিশন, কমিটির সুপারিশগুলো উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু গঠনম লক পরিবর্তন এনেছে। ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের অনুকরণের কলেজগুলোকে সুসংহত করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টির পুর্নগঠন সম্বন্ধে যে পরামর্শ দেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। পরবর্তীকালে কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যকর হতে লাগল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে লাগল। কোঠারী কমিশনের এক পরিসংখ্যানক্রমে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বৃটিশ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২০টি। এসব সত্ত্বেও ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমগুলোর অসম্পূর্ণতা ও নানা ত্রুটির জন্য সন্তোষজনক ভাবে কাজ করতে পারছিলনা এবং তার ফলে উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধোত্তর কালে দেশের পরিবর্তিত পটভূমিতে শিক্ষা ব্যবস্থার পুর্নগঠন ও পূর্ণবিন্যাস অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই সার্জেন্ট কমিটি শিক্ষার অন্যান্য স্তরের মত উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

বিষয়বস্তু

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে এখানে উচ্চ শিক্ষা বলে অভিহিত করা হয়েছে। উচ্চ মত কারিগরী শিক্ষাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত। সার্জেন্ট কমিটি উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে তেমন নতুন কিছুই বলেননি। যুদ্ধোত্তর পরিবেশের সাথে উচ্চশিক্ষার সঙ্গতি বিধানের জন্য কমিটি পূর্ববর্তী ভারতীয় কমিশন এবং স্যাডলার কমিশনের সুপারিশমালার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করবেন। তার সাথে নিজস্ব কিছু মন্তব্য যোগ করে সার্জেন্ট তাঁর পরিকল্পনাকে যুগোপযোগী করতে চেয়েছেন। উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে সার্জেন্ট কমিটির অভিমত নিম্নরূপ–

১। প্রথমেই সার্জেন্ট কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে জনগণের চাহিদা অনুসারী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ কমিটির মতে, সে সময়ে উচ্চ শিক্ষা আয়োজন আর যুগের দাবীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল।

২। কমিটি মনে করেন যে উচ্চ শিক্ষার দ্বারে এসে দাঁড়ালেই তাকে প্রবেশাধিকার দেয়া ঠিক হবে না। কলেজে ভর্তি হতে হলে উপযুক্ততার প্রমাণ দিতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন হবে সুনিয়ন্ত্রিত নির্বাচনী পরীক্ষার। লক্ষ্য রাখতে হবে, দরিদ্র অথচ মেধাবী ছেলেমেয়েরা যেমন অর্থের অভাবে উচ্চ শিক্ষার দ্বার প্রান্ত থেকে ফিরে না যায় কিংবা পড়াবন্ধ করে দিতে না হয়। এ সমস্ত ছেলেমেয়েদের আর্থিক সাহায্য দানের ও ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের মধ্যবর্তী 'ইন্টারমিডিয়েট' (Intermediate) স্তর বলতে আলাদা কোন স্তর থাকবে না– এই ছিল কমিটির অভিমত। এ স্তরের দুটি বছরকে স্কুল ও কলেজকে ভাগ করে দিতে হবে। 'ইন্টারমিডিয়েট' স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে হায়ার সেকেন্ডারী বিদ্যালয়ে। হায়ার সেকেন্ডারী পাস করলে ৩ বছরের ডিগ্রী কোর্স নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার অর্জন করা যাবে। অর্থাৎ স্নাতক স্তরটি হবে ৩ বছরের। গতানুগতিক শ্রেণী বক্তৃতার পরিবর্তে অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীদের নিয়ে টিউটোরিয়াল ক্লাশ করার সুপারিশ করা হলো।

৪। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গবেষণা ধর্মী উচ্চ মানের শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। এই স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষার মান বজায় রাখতে বিশেষ বিষয়ের উপর গবেষণা করার সুযোগ দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের হাতে গবেষণার কাজ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করতে হবে।

৫। অধ্যাপকদের চাকুরীর শর্ত উন্নত করে মর্যাদা মন্ডিত করতে হবে। তাঁদের বেতনও বৃদ্ধি করতে হবে। ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক হতে হবে মধুর ও হৃদ্যতাপূর্ণ।

৬। বিশ্ববিদ্যালয়কে সুসংহত নীতি অনুসরণে সাহায্য করার জন্য ‘বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস্ কমিশন’ গঠনের সুপারিশ করা হলো। মঞ্জুরীকৃত টাকা খরচ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্যও এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করেন। ১৯৪৫ সালে থেকে গ্রান্টস্ কমিশনের কাজ শুরু হয়।

৭। সাহিত্য বিষয়ক শিক্ষাক্রম ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার কারিগরী শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা কলেজে এই কারিগরী শিক্ষা কোর্স চালু থাকবে অর্থাৎ উচ্চমত কারিগরী শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা কলেজে এই কারিগরী শিক্ষা কোর্স চালু থাকবে অর্থাৎ উচ্চতম কারিগরী শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত হবে। এ পর্যায়ে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা বিষয়ক গবেষণার কাজ ও পরিচালনা করা হবে।

৮। শিক্ষক-শিক্ষণ সম্বন্ধে একটি পরামর্শ দেন যে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পৃথক শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করতে হবে। এছাড়া স্নাতক শিক্ষকদের জন্য নতুন প্রশিক্ষণ কলেজও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেখানে শিক্ষণ কাল হবে ১ বছর।

ম ল্যায়ন

বৃটিশ ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে সার্জেন্ট কমিটির বিবরণীটি (Report) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনার অনেক উপাদানই এই রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। শিক্ষা পূর্ণবিন্যাস ও পূর্ণগঠনের যে নতুন দৃষ্টি ভঙ্গির প্রয়োজন হয়েছিল এ রিপোর্ট তার পরিচয় মেলে। বৃটিশ শাসনে ভারতের শিক্ষা যে সঠিক পথে পরিচালিত হয়নি– এ কথা সার্জেন্ট কমিটি বলতে পেরেছিলেন শুধু ক্রটি দেখিয়েই কমিটি তাঁর বক্তব্য শেষ করেননি, শিক্ষা পরিকল্পনাটি কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে এ সম্বন্ধে কমিটির মূল্যবান সুপারিশ ছিল। পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার দিকে যেমন লক্ষ্য দেয়া হয়েছিল, তেমনি পরিকল্পনাটি সার্থক হয়েছে কিনা, পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে তার মূল্যায়ন করারও সুপারিশ ছিল। সার্জেন্ট কমিটি ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতের শিক্ষা সম্প্রসারণ সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং প্রাদেশিক সরকারকে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করতে হবে। দুর্বল স্থানীয় সংস্থাগুলোর হাতে শিক্ষার দায়িত্ব কোনোক্রমেই রাখা চলবে না। সার্জেন্ট কমিটি কর্মভিত্তিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষাকে যুগের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করেন। বয়স্ক শিক্ষা, বৃত্তি শিক্ষা, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্যিমূলক শিক্ষা- প্রমোদ ও সমাজ সেবামূলক শিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে কমিটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করেন।

বিবরণটি ক্রটি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলতে হয় যে, কমিটির শিক্ষার বিষয়বস্তু শিক্ষাসূচি এবং পদ্ধতির মত গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্বন্ধে সুবিবেচনা করেননি। চল্লিশ বছরের মধ্যে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের কথাটি খুবই অবাস্তব। এই পরিকল্পনাটি রূপায়ণে প্রতি বছর ৩১৩ কোটি টাকা খরচের দিকটিও দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কম অবাস্তব নয়। এ সমস্ত কারণে উপমহাদেশের কোথাও পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়নি। কিছু বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও একটা কথা না বললে নয় যে, যান্ত্রিক গতিতে শিক্ষা অগ্রসর হতে পারে না। শিক্ষা বিপ্লবের চেতনা যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের মনে সৃষ্টি হবে ততক্ষণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৪

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। গ্রান্ট্রস কমিশনের কাজ শুরু হয় কত সালে?
- (ক) ১১৪৫ সালে
- (খ) ১৯৩৫ সালে
- (গ) ১৮৪৫ সালে
- (ঘ) ১৮৩৫ সালে

২। স্নাতক শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ কলেজে প্রশিক্ষণ কাল কত বৎসরের?
- (ক) ২ বৎসর
- (খ) ১ বৎসর
- (গ) ৪ বৎসর
- (ঘ) ৫ বৎসর

৩। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বৃটিশ ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় কয়টি ছিল?
- (ক) ২০টি
- (খ) ২১টি
- (গ) ২৫টি
- (ঘ) ৩০টি

৪। স্নাতক স্তরের শিক্ষাকাল কত বছর হবে?
- (ক) ৫ বছর
- (খ) ৪ বছর
- (গ) ৩ বছর
- (ঘ) ২ বছর

৫। স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষায় মূলতঃ কী ধরনের শিক্ষার আয়োজন থাকবে?
- (ক) বয়স্ক শিক্ষা
- (খ) কারিগরী শিক্ষার
- (গ) সাহিত্য ধর্মী শিক্ষার
- (ঘ) গবেষণা ধর্মী শিক্ষার

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৬

এই ইউনিট পাঠ করে আপনি বিষয়বস্তু কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। সার্জেন্ট কমিটি গঠনের পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।
২। সার্জেন্ট কমিটি কত সালে এবং কী উদ্দেশ্য গঠিত হয়?
৩। সার্জেন্ট পরিকল্পনা কত সালে প্রকাশিত হয়? এবং এ পরিকল্পনায় কী কী বিষয় আলোচনা করা হয়?
৪। ১৮২৯ সালে হার্টগ কমিটি দুঃখ করে কী বলেছিলেন?

৫। বুনিয়াদী বা মৌলিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রেরণা সার্জেন্ট কমিটি কোথায় পেলেন?
৬। বুনিয়াদী শিক্ষস্তর কে কিমিট কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন, কী কী?
৭। নার্সারী শিক্ষা সম্পর্কে কমিটির কী অভিমত ছিল?
৮। বুনিয়াদী শিক্ষাকে কর্মভিত্তিক করার উপর কেন জোর দেয়া হয়েছিল?
৯। মাধ্যমিক শিক্ষাকে কতভাগে ভাগ করা হয়, কী কী?
১০। কারিগরী বিদ্যালয় কী কী বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল?
১১। শিল্প কেন্দ্রিক শিক্ষা কী রকম হবে বলে কমিটি সুপারিশ করবে?
১২। কত সালে উড-অ্যাবট কমিটি মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি শিক্ষার কথা বলেন এবং কেন বলেন?
১৩। দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে কমিটি কোন ধরনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন?
১৪। সার্জেন্ট কমিটির মতে উচ্চ শিক্ষার জন্য কারা বিবেচিত হবে?
১৫। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাজ কী হবে?
১৬। ইন্টারমিডিয়েট স্তরটি সম্পর্কে এ কমিটির অভিমত কী?
১৭। স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষা কী ধরনের হবে বলে কমিটি মন্তব্য করেন?ঃ
১৮। শিক্ষাক্রম ও শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে কমিটির অভিমত কী ছিল?
১৯। "সার্জেন্ট পরিকল্পনা বৃটিশ ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল" আলোচনা করুন।

উত্তরমালা - ইউনিট ৬

পাঠ ৬.১
১।ক ২।গ ৩। গ ৪।ঘ ৫। খ

পাঠ ৬.২
১।খ ২।খ ৩। গ ৪।গ ৫। ক

পাঠ ৬.৩
১।খ ২।ক ৩। ক ৪।ঘ ৫। ক

পাঠ ৬.৪
১।ক ২।খ ৩। ক ৪।গ ৫। খ